ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩০ | অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং | মে-২০১৭/২৫৬১—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

বুদ্ধ পূর্ণিমা

এই বছর বুদ্ধ পূর্ণিমা পরেছে ১০ই মে। সব বৌদ্ধ পল্লীতে তাই সাজো সাজো রব। পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হবে। একটা সুখবর ফুলের সুবাসের মতন ইতিমধ্যেই বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। আমেদিত করছে রাজ্যবাসী সমস্ত বাঙালী বৌদ্ধের হৃদয়। অবশেষে রাজ্য সরকার বুদ্ধ পূর্ণিমায় ছুটি ঘোষণা করেছে। সত্যিই খুশীর খবর। বহু দিনের দাবী ছিল এটা। কিন্তু কেন বা কি কারণে এই ছুটি থেকে রাজ্যবাসীকে এতকাল বঞ্চিত রাখা হয়েছিল সেটা বোধগম্য নয়। নানান কথা আমরা শুনে এসেছি। না এসব কথা আমরা বিশ্বাস করিনি। তবু ঘরোয়া কোন মজলিশে বা আলোচনায় কেউ কেউ এ কথার উদ্ধৃতি যে করতোনা তা নয়। গোপন সংক্রমনে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে। কিন্তু আসল কারণ ছিল অন্য। বুদ্ধ পূর্ণিমায় ছুটি ঘোষণা করে আসলে কোন রাজনৈতিক লাভ হবেনা। কারণ বাংলায় বৌদ্ধদের সংখ্যা এতটাই কম যে ভোটবাক্সে তার কোন প্রতিফলন হবে না। তাই কোন রাজনৈতিক দল এই বিষয়ে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চায়নি। তারা দেখেছে এর চেয়ে আম্বেদকরের অনুগামীদের সংখ্যা অনেক বেশী। তারা অনেক বেশী সংগঠিতও বটে। তাই আম্বেদকর জয়ন্তীতে ছুটি ঘোষণা করতে তারা মোটেই দেরী করেনি। রাজনীতির এই সরল সমীকরণ আমাদের ব্যথিত করেছিল। সে যাইহোক অবশেষে আমরা ছুটি পেলাম। এতেই আমরা খুশি। আমাদের দীর্ঘ দিনের একটি দাবির পুরণ হোলো। তার জন্য রাজ্য সরকারকে অবশ্যই আমরা ধন্যবাদ জানাবো। ধন্যবাদ জানাবো মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে। তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়া এটা সম্ভব হোতনা। ভারতের প্রাচীনতম মনীষী, মহামানব গৌতম বুদ্ধের জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা কোন মামুলি ঘটনা নয়। গৌতম বুদ্ধ নিজেকে মহামানব বলেননি, তিনি নিজেকে মানুষের মুক্তি দাতা একথাও বলেননি। তিনি বলেছিলেন মানুষের দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা উপায় আমি পেয়েছি। তোমাদের সেটা জানচ্ছি। যদি মনে করো এতে তোমাদের উপকার হবে তাহলে তা অনুসরণ করতে পারো।

তার প্রদত্ত পথ ছিল জ্ঞানের পথ। তা উপলব্ধি করতে হলে জ্ঞান লাগে, মেধা লাগে। অজ্ঞান লোকের পক্ষে সেটা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেননি আমায় পূজা কর, আমি তোমাদের মুক্তি দেব। তিনি এ কথাও বলেননি যখন বিপদে পরবে, সে যেকোন স্থানে হোক, আময় স্মরণ কোরো, আমি তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করব। তিনি এ কথাও বলেননি যে আমি সেই সর্বশক্তিমানের প্রেরিত পুরুষ অথবা তার পুত্র। আমিই তোমাদের মুক্তি দাতা। বরং তিনি বলেছেন সেই সর্বশক্তিমানের কথা ভেবোনা। কারণ তিনি কিছু করেননা। তিনি কারো মঙ্গল করেন না, অমঙ্গলও করেন না। এই সব কাজ আমরা নিজেরাই করি। আমরা আমাদের কাজের জালে আটকা পরে একটা ধারায় চলতে থাকি। সেই ধারা থেকে বেরিয়ে আসা আর হয়ে ওঠেনা। বেরুনোর কথা আমরা ভাবতে পারিনা। কারণ আমরা তখন কর্মের জালে একেবারে বাঁধা পরে থাকি। আমার কৃতকর্মে যদি আমি নিজেই আটকে থাকি তাহলে তার থেকে মুক্তির রাস্তাও আমাকেই খুঁজে নিতে হবে। এ এক অতি সরল যুক্তিনিষ্ঠ কথা। যে মানুষ এই সত্য তারতারি উপলব্ধি করে, সে তত তারাতারি এর থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায়। অন্যথায় জালে আবদ্ধ বাঁধা পথে তাকে ঘুরে মরতে হয়।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

২৫৬১তম বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকলকে
জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বুদ্ধপূর্ণিমায় এবার সরকারি ছুটি

এবার বুদ্ধ পূর্ণিমায় থাকছে সরকারি ছুটি। গত ২২শে ফেব্রুয়ারি বুধবার অর্থ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়। উল্লেখ্য বুদ্ধ পূর্ণিমায় ছুটি দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হল। এবার থেকে এই দিনটি সরকারি ছুটির দিন। চলতি বছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা পড়েছে ১০ই মে, বুধবার। সেই দিন নবান্ন সহ সব সরকারি দপ্তরে ছুটি, জানানো হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই প্রাপ্ত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা অপানাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

বুদ্ধের সময় কালের সব কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে লেখা রয়েছে। সে সব পাঠ করে আমরা জানতে পারি বুদ্ধ মানুষকে এই সত্য বারে বারে বলেছেন। নানা ভাবে বলেছেন। তিনি চেয়েছেন যাতে মানুষ তা অনুভব করে আর নিজেকে দুঃখময় এই জীবন থেকে মুক্ত করে। বুদ্ধের মুখ থেকে শোনা কথায় এক জোর ছিল। কারণ তিনি নিজের অনুভবের কথা বলতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব মোশানো কণ্ঠে সে কথা শ্রোতার মর্মে প্রবেশ করত। আজ সে কাহিনী আমরা শুনি। কিন্তু যার কাছ থেকে শুনি তার নিজস্ব কোন অনুভূতি নেই, সুতরাং সেই জোর নেই। তার সেই ব্যক্তিত্ব নেই, সুতরাং তার কোন প্রভাবও শ্রোতার মর্মে প্রবেশ করতে পারেনা। আমরা এখন শুধু সেই ধর্ম কথার মহাত্ম্যের কাহিনী নিয়ে গর্ব করি। আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমায় ছুটি পাচ্ছিনা বলে হাহুতাশ করি। অপ্রাপ্তিতে মর্মাহত হই। এমনই মর্মাহত হই যে তার সমলোচনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। ধর্মের আচরনের কথা আমরা ভুলে বসে আছি। যখন বৌদ্ধদের কোন সভা অথবা অনুষ্ঠান হয় প্রথমেই আমরা পঞ্চশীল গ্রহণ করি। কিন্তু সেই শীলকে রক্ষা করার কথা আমরা ভাবিনা। অচিরেই সেই সভায় আমরা উত্তেজনা ছড়াই। এ আমাদের দেখা। একজন দুঃশীল মানুষ তার মতন আচরণ করলে আমরা তাকে না থামিয়ে নিজেরাও জড়িয়ে পরি। এই বিষয়ে কি গৃহী, কি গৃহত্যাগী শ্রমণ সবাই সমান ভাবে দোষী। একজন ব্যক্তিকে দেখলে তার, চলা বলা আচার আচরনাদি দেখলে, ধর্ম ভাবনা তার জীবন চর্যায় কতখানি গভীর তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা তেমন ধর্ম ভাবনাহীন মানুষের হাতে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব তুলে দিয়ে কি ভাবে নিশ্চন্ত থাকতে পারি? অথচ সমাজে এখন সেই কাজই হচ্ছে।

জ্ঞান অথবা শিক্ষা, অর্জনের জিনিষ। তার জন্য বিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ব বিদ্যালয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে না যেতে পারলে যে মহাকেলেঙ্কারী হয়ে যাবে এমন তো কোন কথা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন ছাড়া যে জ্ঞান লাভ হয়না। সে কথা যে ঠিক নয়, তা আমরা বেশ জানি। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের মিথ্যা ডিগ্রী ধারণ করার মুর্খামি আমরা করে চলেছি। এটা মানসিকতার একটা ত্রুটি। এমন ত্রুটি যুক্ত মানুষ কি সম্মান পাওয়ার অধিকারী হতে পারে? আমরা সে কথা ভুলে যাই। চরিত্রের এইসব সংশোধন উপেক্ষা করেই আমরা ধর্মের জিগির তুলি। বুদ্ধ পূর্ণিমায় ছুটির জন্য ব্যগ্র হই।

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি সেই মহামানবের জয়ন্তী তিথিকে সম্মান জানিয়েছে। সেই সাথে এও দেখতে বলব সেই মহামানবের যেন কোন সম্মান হানি না হয়। পোখরানে আনবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে 'বুদ্ধ হেঁসেছেন' বলে যেন আবার কোন সংকেত বার্তা না পাঠানো হয়। বুদ্ধের বোধিলাভের স্থান সেই মহাবোধি বিহারের পরিচালনা ভার যেন পুরোপুরি বৌদ্ধদের হাতেই তুলে দেওয়া হয়। চীবর পরিধানকারী ভেক বৌদ্ধদের যাতে চিহ্নিত করা যায় সেই দিকে সচেতন হোন। বৌদ্ধদের দিয়ে কোন রাজনৈতিক লাভ সত্যিই হবেনা। কিন্তু যেটা হতে পারে তা হচ্ছে আত্মিক মঙ্গল। বর্তমান সময়ে যে কয়জন ধর্মগুরু আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থান করছেন তারা প্রায় সকলেই বুদ্ধের বিপশ্যনা ধ্যানেরমূল সূত্র নিয়ে নিজের নিজের মতন করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে সাধনা করছেন। তারা সেটা অস্বীকারও করছেনা। সেই বিপশ্যনকে সংগঠনের কাজে লাগান, রাজ্যর কাজে লাগান। সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্ক বিপশ্যনা ধ্যানের কেন্দ্র খুলে মানুষকে আত্মিক উন্নতির পাঠ দিচ্ছেন। দলে দলে মানুষ সেই পাঠ নিচ্ছে সমাজের সব স্তর থেকে সব রকম মানুষ সেই ধ্যানে অংশ নিচ্ছে। আমাদের স্কুলগুলিতে একটা করে বিপশ্যনার ক্লাশ হতে পারে। কলেজেও আবশ্যিক বিপশ্যনা ক্লাশ হতে পারে। বিগত কিছু সময় ধরে দেশের যুব সমাজে যে একটা অবক্ষয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তার থেকে সমাজকে মুক্ত করার একটা পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই দেশের মানুষের মধ্যে সত্যতা, দেশাত্ববোধ, ধর্মবোধ ইত্যাদি গুণগুলি এক সময় প্রবল ভাবে বিরাজ করত। দেশের রাজনৈতিক পাঠ সেই বোধগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছে। কারণ রাজনৈতিক পাঠের সঙ্গে জ্ঞানের কোন যোগ ঘটানো হয়নি। বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক চেতনা ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। শুধু ক্ষোভ নিয়ে সমাজ গড়া যায়না। এক সুস্থ মানবিক চেতনাও সেই সাথে থাকা জরুরী বলে মনে হয়। সুস্থ মানবিক চেতনা গড়ে তুলতে হলে জ্ঞান ও মানসিক শান্তির প্রয়োজন। তাই বিদ্যালয় গুলিতে বিপশ্যনা চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করতে পারেন। বিপশ্যনা এক প্রাচীন ভারতীয় সাধনা পদ্ধতি। এর সাথে ধর্মের কোন যোগ নেই। আসলে বুদ্ধের মতবাদ একটা সামাজিক মতবাদ। সমাজকে সুস্থভাবে গরে তোলার পন্থা মাত্র। বুদ্ধের মতবাদ বলে তাকে ধর্মীয় ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা একটা ভুল। সেই ভুল থেকে বেরুনো প্রয়োজন।

বৌদ্ধ ঐতিহ্য ভারতের সংস্কৃতির এক বিশাল দিক। সাঁচী, সারনাথ, শ্রাবস্তী, অজন্তা, বোধগয়া, রাজগির, নালন্দা, লুম্বিনী, সব সারে সারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের অতীত গৌরবের ধ্বজা মাথায় নিয়ে। মানুষ অবাক বিস্ময়ে সেই সব স্মৃতি রোমন্থন করছে। ভারত সরকার 'বুড্ডিস্ট সারকিট' ভ্রমণ ব্যবস্থা করছে। দলে দলে বিদেশী মানুষ আসছে সেই সব স্থান ভ্রমণ করতে। তাদের মধ্যে থাইল্যান্ডের মানুষ আছে, ভিয়েতনামের মানুষ আছে, কম্বোডিয়া, মিয়ানমারের মানুষ আছে, আর আছে পশ্চিমের মানুষ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গও এতে পেছিয়ে নেই। এখানে কর্ণসুবর্ণ আছে, মোঘলমারী আছে, জগজীবনপুর আছে, ধোসা আছে, আছে আরো কত প্রত্ন ক্ষেত্র। সুন্দরবন অঞ্চলে পাওয়া গেছে প্রচুর বৌদ্ধ প্রত্নসামগ্রী। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ছাত্রদের কাছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব ক্ষেত্র গুলির উপযুক্ত সংরক্ষণ ও প্রচার ট্যুরিস্ট আকর্ষনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। মধ্যমগ্রাম অঞ্চলে একটি বিশাল বিহার গড়ে উঠেছে যার স্থাপত্য থাই ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক নির্মিত। বিহার নির্মানের অনেকটা সহযোগিতা এসেছে থাই উপাসকদের কাছ থেকে। বুদ্ধ গয়া যাওয়া আসার পথে তারা এখানে বিশ্রাম করে। বারাসতে একটা বার্মিস মোনাস্ট্রী আছে। এছাড়াও কোলকাতার তিলজলায় একটি চাইনিস মোনাস্ট্রী আছে। ঢাকুরিয়ায় একটি জাপানী মোনাস্ট্রী আছে। এইসব মিলে কোলকাতাও একটা ছোটো খাটো বুড্ডিস্ট সারকিট হয়ে উঠতে পারে।

রাজারহাট অঞ্চলের একটি চাকমা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান 'বোধিচারিয়া'র এক প্রতিনিধির সাথে কথা হচ্ছিল। সম্প্রতি ঐ অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য রাজারহাট উন্নয়ন পর্ষদ তাদের নিকট থেকে অনেকটা জমি রাস্তা তৈরি বাবদ নিয়েছে। বোধিচারিয়া সেই জমি দিয়েছে। পরিবর্তে তারা এক টুকরো ছাঁট জমি তাদের কাছ থেকে চেয়েছে সেখানে তারা একটা আশি ফুট উঁচু বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করতে চায়। সেই মুর্তিটির তলায় থাকবে একটি কমিউনিটি হল, একটি ভাষা শিক্ষায়তন ইত্যাদি। এয়ার পোর্টের কাছে হওয়ায় ল্যান্ড করার আগে দূর থেকে তা দৃষ্টি গোচর হবে। কোলকাতার একটা অকের্ষণ বিন্দু হয়ে উঠবে। প্রস্তাবটি এখনো মঞ্জুর হয়নি। মঞ্জুর না হওয়ার পেছনে তেমন কোন কারণ আছে বলে তো মনে হয়না। তবে এতে কলকাতার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বাড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শুধু বুদ্ধপূর্ণিমায় ছুটি কিন্তু রাজ্যের কোন বিশেষ পরিবর্তন আনবেনা। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তবেই রাজ্যের একটা ভাবমূর্তির পরিবর্তন আসতে পারে। আমাদের বলার কথা শুধু এইটুকু।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

অনাদরে পড়ে থাকা বৌদ্ধ দুর্লভ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য মামলা দায়ের করল হাইকোর্ট

কালিম্পং আদালতের মালখানায় ১৫০০ বছরের পুরোনো বৌদ্ধ পান্ডুলিপি অসংরক্ষিত হয়ে পড়ে থাকার খবর পেয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করল কলকাতা হাইকোর্ট। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরির তদন্ত করতে গিয়ে প্রায় একদশক আগে সি.বি.আই দুই জন প্রত্নতত্ত্ব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। তাদের জেরা করেই কালিম্পং থেকে সোনা দিয়ে লেখা এই মহামূল্য লিপির হদিস মেলে। গত ২১শে এপ্রিল প্রধান বিচারপতির শুনানি হয়। সেখানে হাজির থাকার কথা ছিল সি.বি.আই, ভারতীয় জাদুঘর ও আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি বৃন্দ।

সি.বি.আই-এর প্রতিনিধি বলেন যে, নোবেল চুরির তদন্ত করতে গিয়ে পাচার হওয়ার আগেই এই মল্যবান পান্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকায় জাপানের এক প্রত্নতত্ত্ব পাচারকারীকে এই সামগ্রী বিক্রয় করে দেওয়ার কথা ছিল। আমরা সেই সময়ে কালিম্পং আদালতে ধৃতদের সাথে এই প্রত্নবস্তু পেশ করেছি। কারণ সি.বি.আই-এর এই ধরনের সামগ্রী সংরক্ষণের কোন সুযোগ নেই। তাই আদালতে জমা করা হয়।

সম্প্রতি একটি খবরের কাগজে মালখানায় পড়ে থাকা এই মূল্যবান প্রত্নবস্তুর খবর প্রকাশ হতেই হাইকোর্টের তরফ থেকে ওই জেলার দায়িত্বে থাকা বিচারপতি জায়মাল্য বাগচি বিস্ময় প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার পরেই প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে হস্তক্ষেপ করে মামলা দায়ের করেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। এই পুরাবস্তুর ভাষা হল ঃ "গইথংপা", এতে লেখা আছে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কথা, পারমিতা বা উত্তরনের কথা। এই পুরা বস্তুর লিপি হল ১৫০০ বছর আগের বু-কান লিপি। ৪ ফুট বাই ২$^{১}/_{২}$ ফুট-এর বৌদ্ধ পান্ডুলিপির ওজন প্রায় ৪০ কেজি। এতে গৌতমবুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের পুররুত্থানে কথা লেখা রয়েছে। পৃথক কাঠের ব্লকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা এইটির সম্ভবত কোনও দ্বিতীয় নমুনা পৃথিবীতে নেই। গত ২৮শে এপ্রিল প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ সি.বি.আই-এর অফিসার কল্যাণ লাহিড়ীকে এক আদেশে বলেন যে ওই ঐতিহাসিক পুরাবস্তুটির কলকাতা জাদুঘরে জমা দেওয়ার জন্য।

বাংলাভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদ ইংরেজিতে অনুবাদ হল

নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করছিলেন বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন "চর্যাপদ"। তারপর চর্যাপদ নিয়ে গবেষণা হয়েছে। কিন্তু গবেষকদের নির্ভর করতে হয়েছে তিব্বতী ও মঙ্গেলীয় ভাষায় অনুদিত চর্যাপদের ওপরে। এই গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন হাসনা জসীমউদ্দিন মওদুদ। তিনি তালপাতার মূল পান্ডুলিপি থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। চর্যাপদের কবিতা বাংলাদেশে, ভারত, নেপাল, ভূটান, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আগে গবেষকরা নির্ভর করেছেন এসব কবিতার তিব্বতি ও মঙ্গোলীয় অনুবাদ এবং মনি দত্তের সংস্কৃত টীকার ওপর। এইসব কথা বলেন, গত ৩১শে মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল নিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রকাশক 'হার আনন্দের" চেয়ারম্যান নরেন্দ্র কুমার। এই বই-এর অনুবাদক বলেন এই বইটি লেখার জন্য তাকে যেতে হয়েছে নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়ায় এমনকি ভূটানে পরিত্যক্ত বৌদ্ধ মন্দিরেও।

Government of West Bengal
Finance Department
Audit Branch Nabanna, Howrah-2
No, 11I6-F[P2j Dated, the 22nd February, 2017

NOTIFICATION

In partial modification of this Department Notification No,5606-F[P2] dated 27.10.201*6* the Governor is pleased to declare (1)10th May, 20 l7(Wednesday), as a holiday on account of 'BUDDHA PURNIMA', for State Goventraent Offices, Local Bodies, Boards, Corporations and Undertakings controlled or owned by State Government, Educational Institutions etc all over the State with the exception of the Offices of the Registrar of Assurances, Kolkata and the Collector of the Stamp Revenue, Kolkata.

(ii) 13* April, 2017(Thursday) as a Sectional holiday for the Sikhs only on account of 'BAISAKHI' in place of 15* April, 2017(Saturday).

Sd/-D.K. Mahapatra
Special Secretary *to* the
Government of West Bengal
Finance Department

Government of West Bengal
Finance Department
Audit Branch Nabanna, Howrah-2
No, 2561-F[P2] Dated, the 26th April, 2017

NOTIFICATION

In partial modification of this Department Notification No.1116-F[P2] dated 22.02.2017 read with Notification No.5606-F(P2) dated 27.10.2016 the Governor is pleased to declare 10th May, 2017(Wednesday), as a Public holiday on account of 'BUDDHA PURNIMA' under Section 25 of the Negotiable Instrument Act, 1881.

By Order of the Governor,

Sdl- H. K. Dwivedi
Principal Secretary
Finance Department

Excavations at Kankandighi 2013-14 & 2014-15

Department of Archaeology, University of Calcutta; under the direction of Professor Durga Basu, assisted by other faculty members carried out excavation at Kankandighi (Pilkhana mound), South 24 Parganas with a view to expose the structural remains of Pilkhana mound for understanding its nature and character and to ascertain the cultural sequences and antiquity of the region. The site was excavated for the first time by the Department.

Kankandighi (Lat. 21°59' to 22°0' N, Long 88°26'30" to 88°27'30" E) is located in the district of South 24 Parganas under the jurisdiction of Raidighi Police Station, on the bank of river Mani. Kankandighi lies at a distance of about 12 kms south-west of Mathurapur railway station of the south section of the Sealdah Lakshmikantapur branch line. The site was reported for the first time by late Kalidas Dutta who in his article "The Antiquities of Khari" in Annual Report ofVarendra Research Society, 1928-29 mentioned the importance of the site.

The village Kankandighi is mainly divided into two major parts viz. Uttar Kankandighi and Dakshin Kankandighi. From archaeological point of view Uttar Kankandighi is more important than the Dakshin Kankandighi. Mounds in northern part of Kankandighi are rolling and these are locally known as Danga.

Pilkhana Mound-2013-14. A number of mounds are visible in different parts of Kankandighi. Among these mounds, Pilkhana mound in Mondalpara has been marked as an ancient structural mound which has been excavated by the Department of Archaeology. Since the basic aim was to expose the structural remains, the trenches were laid out in horizontal method. Excavation was undertaken in nine trenches of 6x6 m. each. In each quadrant, structures were exposed except B_1 and ZA_1 The trenches at Pilkhana mound were excavated either partially or fully to different depths. These trenches are A_1, B_1, C_1, D_1, XA_1, YA_1, ZA_1, XB_1, YB_1. Among these trenches XA, was taken as an index trench.

In trench A,, structure is represented by a north-south oriented wall with a rammed floor. In trenches C, and D, a square platform with four courses of brick alignment has been unearthed. The structure was built over a mud filling. The brick platform is 4.75 m x 4.75 m square in measurement with 4 cm. projection at each side. The total height of the structure is 80 cm. The trench XA, was excavated up to a depth of 4.29 m.and it has revealed a massive north-south oriented wall of 5.01 m. in length. The wall has exposed thirty courses of brick alignment in the present digging. It is made of burnt bricks (26x18x 6cm). The next important structures came up in trench YA_1, Some of these structures were made with reused bricks. The shapes and the alignments of these structures indicate that these were used as small cells.

Ceramics are dominated by red ware, black ware, grey ware, black and red ware and -buff ware. These potteries have revealed impressed designs, like cord impression, floral motifs etc. Potteries are found from very fine quality to the coarse variety. A large in situ storage jar has been excavated in trench XA_1. Other important antiqies include lamps, shells, iron nails and terracotta image of Jambhala, gana image in stone and decorated bricks.

On the basis of cultural materials and structural remains with moulded bricks, it may be presumed that the whole structural complex had its prime period from ninth/tenth centuries AD to twelfth/thirteenth centuries AD and the structural remains belonged to a Buddhist religious complex. Two structural phases have been noticed.

Mathbari mound-2014-15

Mathbari, (Lat. 21°59'48" N to 21°59'50" N, Long 88°27'26" E to 88°27'29" E) is located in Sepaipara in the village of Kankandighi. The mound of Mathbari is nearly 3 metres in height from the present ground level. The area of the mound is 80 m x 50 m; southern part of the mound is sloping.

A small scale excavation was undertaken at Mathbari with a view to unearth the structural remains of the mound and to know about the antiquity of the region on the basis of archaeological remains. It was also aimed to know the nature of cultural deposition at this mound and to probe a cultural relationship between Pilkhana mound and Mathbari site.

Two trenches namely ZA_2 and ZA_1 measuring 6 m x 6 m each were laid in the north south orientation. The trench ZA_2 was excavated up to a depth of 241 cm below surface and the trench ZA_1 was dug up to a depth of 260 cm, These trenches have yielded 8 stratified layers, with two-floor levels.

Pottery : The site has yielded red ware, black ware, grey ware and black and red ware. Bowls, vases, dishes are found in medium and fine fabrics in trench no. ZA_1 & ZA_2.

Other objects : A large number of shells have been unearthed from both the trenches along with different types of potteries. Loose bricks, bone pieces and charcoals are also found.

Conclusion : The site of Mathbari has revealed the type of potteries similar to that of Pilkhana mound which has been considered as a Buddhist site. Since both the trenches have evidences of huge silt deposition, it can be presumed that Mathbari area was water logged for a very long time. Further excavation will help us to know the history of this region.

The date of Mathbari has been primarily assumed on the basis of pottery analogy. The excavation at Pilkhana mound has revealed a large number of potteries and its 'prime cultural period has been dated from 9th/10th century to 12th/13th CE. The ceramic assemblages found from Mathbari are similar to that of Pilkhana pottery assemblages.

Professor Durga Basu
Department of Archaeology
University of Calcutta

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের উদ্যোগে দু-দিন ব্যাপী সম্মেলন

বিগত বছরের ন্যায় এই বছরও নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন তথা All India Federation of Bengali Buddhists-এর উদ্যোগে মধ্য কোলকাতাস্থ ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনের সভাকক্ষে ১১-১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ দু-দিন ব্যাপি একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

১১ই-ফেব্রুয়ারী শনিবার ঃ উক্ত দিনে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন সংগঠিত হয়। অধিবেশনের বিষয়ছিল "ভারতীয় বাঙালি বৌদ্ধদের প্রাপ্তি-সমস্যা এবং সম্ভাবনা। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে উপস্থিত ভিক্ষু সংঘের দ্বারা পঞ্চশীল প্রদানের মাধ্যমে এক শান্তশুদ্ধ পরিবেশে আলোচনা সভা সূচিত হয়। সভায় উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি ছিলেন, দমদম ক্যান্টমেন্টস্থ "বেনুবন বিহারের" অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষক ড. রতনশ্রী মহাস্থবির। বিশেষ অতিথিবৃন্দ ছিলেন বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, ডা. ধীরেশ কুমার চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য শ্রী বিকাশ বড়ুয়া। সভায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন শ্রী আশিস বড়ুয়া (গড়িয়া)। আলোচনা সভায় বাংলাভাষী বৌদ্ধদের ধর্মীয় সামাজিক অর্থনৈতিক নানাবিধ সমস্যার বিষয়গুলি বারে বারে প্রতিধ্বনিত হয়। বক্তাগণ "প্রাপ্তির" বিষয়ে সংরক্ষণের সুযোগ এবং যথাযত ব্যবহারের ফলে শিক্ষায় এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে বৌদ্ধদের উল্লেখযোগ্য উন্নতির বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং এবিষয়ে All Indian Federation of Bengali Buddhists এর সক্রিয় তথা ধারাবাহিক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। "সমস্যার" বিষয়ে সমাজের যুবক-যুবতীদের সমাজ ও ধর্মের প্রতি দায়বদ্ধতার অভাব এবং বৈবাহিক সম্পর্কের অসুবিধাজনিত বিষয়গুলি উল্লেখিত হয়। "সম্ভাবনার" ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের প্রদর্শিত "পঞ্চশীল" এবং "বিদর্শন ভাবনা"র প্রচার প্রসারে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সমগ্রবিশ্বে হিংসার প্রশমনে বুদ্ধের শিক্ষাকে জনমানসে বৃহত্তর ভাবে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানানো হয়।

১২ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার ঃ আলোচনা সভায় দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল "সংরক্ষণের সমস্যা ও প্রতিকার"। এই পর্বে মুখ্য বক্তা ছিলেন পঃবঃ সরকারের পূর্বতন S.D.O. শ্রী বিপ্লবেন্দু দে (WBCS)। বাংলাভাষী বৌদ্ধদের সংরক্ষণের সুবিধা পেতে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখী হতে হয়। এ বিষয়ে প্রতিকারের জন্য বিশেষজ্ঞ বক্তা নানাবিধ সরকারি আইন কানুন এবং তার যথাযথ প্রয়োগের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক বক্তিকে তার অধিকারের বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সেজন্য প্রতি নিয়ত সজাগ থাকতে হবে। এ ব্যতীত তিনি Certificate পাওয়ায় শর্ত এবং সহজ পন্থাগুলিও অত্যন্ত সাবলীলতার সঙ্গে ব্যক্ত করেন।

তৃতীয় অধিবেশন ঃ "বাঙালি বৌদ্ধ মহিলা ফোরামের" উদ্যোগে এই পর্বের অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল "গৃহীজীবন ও সন্ন্যাস জীবনের সান্নিধ্যে বৌদ্ধ নারীদের অন্তরের অনুভূতি"। আলোচনায় মুখ্য বক্তা তথা প্রধান অতিথি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপিকা ড. শাশ্বতী মুৎসুদ্দী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা হলেন, শ্রদ্ধেয় শ্রমনী ক্ষেমা, শ্রীমতি দোলন চাঁপা বড়ুয়া (দিল্লী), শ্রীমতি যূথিকা বড়ুয়া। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতি সুষমা বড়ুয়া। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া। আলোচনা সভায় দৈনন্দিন গাহর্স্থ্য এবং কর্মক্ষেত্রের দ্বায়িত্ব পালনের সাথে-সাথে বৌদ্ধ নারীদের ধর্মীয় চিন্তা চেতনা ও কার্যক্রমের বিষয়ে বিশদে আলোচিত হয়। সমাজ গঠন এবং ধর্মীয় চেতনাকে সজীব রাখার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ নারীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রতি যথাযত সম্মাননা ও স্বীকৃতি প্রদানকে গুরুত্ব সহকারে অনুবীক্ষণ করার জন্য বক্তারা আহ্বান জানান।

শেষ পর্বে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। **পাত্রী :** বয়স ৩৮+, শিক্ষাগত যোগ্যতা : B.Sc & MCA, উচ্চতা ৬ ফুট, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, যোগাযোগ : 9830836385।

২। **পাত্রী :** সুশ্রী, M.Sc. পাশ, উচ্চতা- বয়স-২৬, সোদপুর নিবাসী। রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কের এ্যসি. ম্যানেজার, যোগযোগ : 9433856958 / 8017657511।

৩। **পাত্র :** বয়স : ৩৩, কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষাগত যোগ্যতা : MSC, Ph.D, উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9433573344, নিউব্যারাকপুর।

৪। **পাত্রী :** বয়স : ২৮ বৎসর, Osmania University-র MBA এবং TATA সংস্থায় কর্মরতা, সুশ্রী, হায়দরাবাদ নিবাসী। যোগাযোগ : 07416134200

৫। **পাত্র :** স্নাতক, বয়স-২৭, পিতা- অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, বাসস্থান- শিলিগুড়ি, পেশা- চাকরী (বেসরকারী), মাসিক আয়- ২৫ হাজার টাকা। যোগাযোগ : 98327-96665, 96743-84781।

৬। পাত্র : স্নাতক, বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত (ইলেকট্রিসিয়ান), বয়স ৩২, শিক্ষা- H.S. নিবাস- বেনাচিতি, দুর্গাপুর, যোগাযোগ : 9614128195।

৭। **পাত্র :** বি.টেক, বয়স-২৯, আই.ডি.বি.আই. ব্যাঙ্কের এসি : ম্যানেজার, উচ্চতা , নিবাস- কানপুর। নূন্যতম স্নাতক, পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 07054841564, 07610505323

৮। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা- , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015

৯। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- ।

১০। **পাত্র :** ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, DVC-র জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, যোগাযোগ : 9830399341/8759017548।

১১। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, এম.কম, বয়স- ৩২, উচ্চতা- , ম্যানেজার জেনপেকপ্ট ইন্ডিয়ায় কর্মরত (Finance & Accounting), যোগাযোগ : 033-24308164, 9836548282।

১২। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যাল,য়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9836548282।

১৩। **পাত্র :** দিল্লী এয়ারপোর্টের ডেপুটি ম্যানেজার, বয়স ৩২, স্নাতক এবং এয়ারপোর্ট টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা, যোগাযোগ : 09163934609 ইমেল subrotobarua@hotmail.com।

১৪। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, বয়স- ৩৮ বৎসর, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8420340686।

১৫। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

১৬। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, এডভোকেট, বি.এ., এল.এল.বি. (অনার্স) বয়স-৩২, উচ্চতা- ইঞ্চি, প্রথম বিবাহের ৫ মাস পরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। যোগাযোগ : 033-243088056, 9830017916, 9748281589।

১৭। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

১৮। **পাত্র :** হাওড়া নিবাসী, Construction ব্যবসা, উচ্চ-মাধ্যমিক, বয়স-৩৫, উচ্চতা- ইঞ্চি, যোগাযোগ : 9051479751।

১৯। **পাত্রী :** বয়স ২২, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

২০। **পাত্রী :** পানভেল-নিউবম্বে নিবাসী, স্নাতক, বয়স-২৭, সুশ্রী। যোগাযোগ : 022-27459574, 09757009803।

২১। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

২২। **পাত্র :** মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বয়স : ৩৩, ব্যবসায়ী। যোগাযোগ : 9007177808।

২৩। **পাত্রী :** MA পাশ, বয়স-২৫, সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 9433800412।

২৪। **পাত্র :** BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা- , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।

২৫। **পাত্রী :** রামপুর (মহেশতলা) নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স- ২৪+, সুশ্রী, বি.এ., যোগাযোগ : 8981881225।

২৬। **পাত্রী :** ২২ বছর। উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চতা- , Deaf & Dumb, সুশ্রী। যোগাযোগ : 9874283561 / 8442909390।

২৭। **পাত্রী :** বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সুশ্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।

২৮। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

২৯। **পাত্রী :** মহেশতলা-নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স-২৪। MSc এবং IISER-Bhopal-এ গবেষণারত, যোগাযোগ : 8240369272 / 033-24909742।

৩০। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech (IT), বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8902706047।

৩১। **পাত্রী :** দমদম নিবাসী, M.A., B.Ed., M.Ed., বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9830198441।

৩২। **পাত্রী :** টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।

৩৩। **পাত্র :** ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি নিবাসী, বয়স-২৯, উচ্চতা- , শিক্ষা : M.Tech (IIT-Guwahati); বর্তমানে Sikkim Manipal University-র Asst. Projessor, যোগাযোগ : 9641327231

৩৪। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, LIC-তে কর্মরত। বয়স-৩৯, সুশ্রী, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9051530515.

বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাভিত্তিক শিক্ষার স্বীকৃতির দাবি

ঢাকা ১৯ এপ্রিল, বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও স্নাতক শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়ার দাবি করলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। হিন্দু নেতারা বলেন, কওমি মাদ্রাসার ধর্ম ভিত্তিক দাওরায়ে হাদিস শিক্ষাকে স্নাতকোত্তর স্বীকৃতি দেওয়ায় অন্যান্য ধর্মবলম্বীদের শিক্ষাকেও স্বীকৃতি দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আগামি ২২ জুন এ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবি দাওয়া পেশ করবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাণা দাশগুপ্ত। তিনি বলেন পাকিস্তান আমল থেকেই বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য "পালি ও সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ড" রয়েছে। এই শিক্ষাবোর্ডকে সক্রিয় করার জন্য এতদিন হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় সরকারের কাছে কোন দাবি জানায়নি। এখানে যারা কাজ করেন, তাদের বেতন মাসে ৩০০্ টাকার মতো। সরকার তাদের কোন বেতন দেন না। সারা বাংলাদেশে ৩০০ চতুষ্পাঠী স্কুল রয়েছে। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার ওপর ডিগ্রী দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারী ভাবে এই ডিগ্রীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। আমরা টোলের শিক্ষাকে স্নাতক শিক্ষার মর্যাদা দেওয়ার দাবী জানাচ্ছি। একই সঙ্গে পালি ও সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ডকে সরকারী অন্যান্য বোর্ডের সমান মর্যাদা ও সুবিধা প্রদানেরও দাবী করছি।"

বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টচার্য বলেন, হিন্দু ও বৌদ্ধদের সারাদেশে ধর্মভিত্তিক পড়াশোনা করার অনেকগুলি বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলিকে টোল বলা হয়। এই টোলগুলিতে এস.এস.সি. পাশ করার পর ভর্তি হতে হয়। সেখানে সংস্কৃত, পালিভাষা ছাড়াও হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার পর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এটি পাশ করতে ৩ থেকে ৫ বছর সময় লাগে। এই সার্টিফিকেটটিকে স্নাতক শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া খুবই যৌক্তিক দাবী। তাছাড়া এই টোলগুলি আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম একটি অংশ। আগে প্রত্যেকটি উচ্চ বিদ্যালয়ে একজন পন্ডিত থাকতেন। এই পন্ডিত শিক্ষকরা হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাত্রদের সংস্কৃত বা ধর্মক্লাস নিতেন। এখন স্কুলগুলিতে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম পড়ানোর মতো কোন শিক্ষক নেই। এসব সমস্যা সমাধ্যান্তে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, একটা সময় বাংলাদেশে চতুস্পাঠী বিদ্যালয় ছিল। সরকারী সহায়তা ছাড়াই এগুলি পরিচালিত হত। এইসব বিদ্যালয়ের পাঠ খুবই উচ্চমানের। সংস্কৃত, পালি, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, অর্থনীতি, জ্যাতিষ শাস্ত্র এসব বিষয়ে পাঠ দান করা হত।

এই বিদ্যালয়গুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালি সমাজকে পাঠদান করে আসছে। এটি একটি পরীক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থা, এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত চতুস্পঠী শিক্ষাকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া খুবই প্রয়োজন।

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

"বৈশাখী দিবস" অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শ্রীলঙ্কায় গমন করবেন

মে মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি সেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের "বৈশাক ডে"-এর অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। প্রধানত এই অনুষ্ঠান বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ প্রধান দেশগুলিতে পালন করা হয়ে থাকে। এই সময়ে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে ১০০টি দেশের ৪০০জন প্রতিনিধি যোগদান করবেন।

শ্রীলঙ্কার আইনমন্ত্রী জানান যে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শ্রীলঙ্কা সফরে আসবেন। এখানে তিনি ১২ মে থেকে ১৪ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন এবং সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করবেন।

ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড. ভীমরাও আম্বেদকরের ১২৬-তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

(১) All India Federation of Bengali Buddhist -এর উদ্যোগে ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড. বি. আর আম্বেদকরের ১২৬তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালিত হল। ১৪ই এপ্রিল ২০১৭ সকালে কলকাতা ময়দানস্থ বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে Federation এর পক্ষে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া। ১৫ই এপ্রিল অপরাহ্নে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রার্থনাকক্ষে বাবা সাহেবের জীবন ও আদর্শ নিয়ে এক আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন Federation এর সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া এবং মুখ্য বক্ত ছিলেন গড়িয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী আশিস বড়ুয়া। বাবাসাহেবের জীবনের নানাবিধ প্রতিকূলতা, তার প্রতিকার এবং জীবনাদর্শ বর্তমানের প্রেক্ষিতে বিশদভাবে আলোচনা করেন মুখ্যবক্তা। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, শ্রীমতি দীপিকা বড়ুয়া, শ্রী অমূল্যরঞ্জন বড়ুয়া প্রমুখ বাবাসাহেবের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া।

(২) কলিকাতা ময়দানে প্রতিষ্ঠিত বাবা সাহেব ডঃ বি আর. আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরাম উদ্‌যাপন করে বাবা সাহেবের ১২৬তম জন্ম জয়ন্তী। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠি উপস্থিত থেকে ডঃ আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত সকলেই পুষ্পার্ঘ প্রদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। মাইনরিটি ফোরামের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলি, রাজ্যসভার সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান, প্রফেসর এম. এ. আলি, বিকাশ বড়ুয়া, গোলাম ফারুক, প্রমুখ ব্যক্তিরাও পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এই অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলি প্রথমে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জায়গা। আমরা এখানে বিভেদ সৃষ্টি করতে দেব না। তার বক্তব্যের পর উপস্থিত সকলে সম্প্রীতি রক্ষার শপথ নেন। এই অনুষ্ঠানে বাবা সাহেবকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সাংসদ অহমেদ হাসান ইমরান বলেন—এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। ডঃ বি. আর আম্বেদকর ছিলেন আধুনিক ভারতের রূপকার। তিনিই সংবিধানের মাধ্যমে ঠিক করে দিয়েছিলেন ভারত কিভাবে চলবে। ইমরান সাহেব আরও বলেন বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের উপর একটা আঘাত নেমে আসছে। এই সংবিধানের বহুমুখী চরিত্র আক্রান্ত। সংবিধানে দলিত, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দু, ওবিসি সবাইকে নিয়েই চলার কথা বলা হলেও সেটা এখন মানা হচ্ছে না।

শিমুল বড়ুয়া চট্টগ্রাম জেলার-সীতাকুণ্ড উপজেলার শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৭-এ সীতাকুণ্ড উপলোর শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন লতিফা সিদ্দিকী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ, পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক, শিক্ষক-সংগঠক শিমুল বড়ুয়া। প্রশাসনিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা, একাডেমিক ও অন্যান্য যোগ্যতা অভিজ্ঞতা বিবেচনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতি বছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এ স্বীকৃতি দেয়া হয়। অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিমুল বড়ুয়া শিক্ষকতা ও শিক্ষা-প্রশাসনে অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়াও ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আয়োজিত সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে যোগদান ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির অধীনে গবেষণাকর্মে অংশগ্রহণ করে সম্মানিত হয়েছেন।

তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা এগারটি। তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থ "বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি"র জন্য ২০১২ সালে জাতীয় পর্যায়ে 'আই.এফ.আই.সি ব্যাংক সাহিত্যপুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছেন। সম্পৃক্ত আছেন জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাভিত্তিক সংগঠনের সাথে। অধ্যক্ষ শিমুল বড়ুয়া চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাউজান উপলোজর উত্তর গুজরা গ্রামের প্রয়াত ভূপতি রঞ্জন বড়ুয়া ও নীহারকণা বড়ুয়া'র চতুর্থ সন্তান।

উল্লেখ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যমন্ত্রী, বাংলাদেশে লায়নিজমচর্চার জনক এম. আর. সিদ্দিকী ১৯৮৫ সালে লতিফা সিদ্দিকী ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

(সংবাদ প্রেরক— হাসান মেহেদী, প্রভাষক, বাংলাবিভাগ, লতিফা সিদ্দিকী ডিগ্রি কলেজ, মছজিদ্দা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।)

অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়ার এই অনন্য সাধারণ স্বীকৃতির জন্য নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও আদিবাসী পার্টির সভাপতির বিস্ফোরক দাবী

কলকাতা ২৪শে এপ্রিল, কলকাতা প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন পরিষদ একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও আদিবাসী পার্টির সভাপতি মিঠুন চৌধুরী বিস্ফোরক দাবি উপস্থাপন করে বলেন যে অচিরে বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন যে বাংলাদেশে বর্তমানে সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন চলছে, তাতে হিন্দুদের সেখানে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। আমরা মরণপণ লড়াই করে টিকে আছি। প্রতিদিন নির্যাতন বাড়ছে। প্রতিদিন ভারতে হিন্দুরা চলে আসছেন। ১৯৭১ সালে সংখ্যালঘুদের যে উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা ছিল তা নেমে এসে এখন হয়েছে শতকরা মাত্র ৯ শতাংশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বরকত বলেছেন, প্রতিদিন প্রায় ৭০০ জন করে হিন্দু দেশ ছাড়ছেন। আমি বলছি সেটা প্রায় এক হাজার। বাংলাদেশে আমাদের কোন সমান অধিকার নেই। এই দাবি করে মিঠুন চৌধুরী বলেন, বাংলদেশ সরকার ১৩টা ইসলামি দলকে নির্ব্বাচন কমিশনের নথিভুক্ত করেছে। কিন্তু আজও সংখ্যালঘুদের তৈরি কোন রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দেয়নি। তিন বছর ধরে ঘুরাচ্ছে নানা তালবাহান দেখিয়ে। তারা চায়না সংখ্যালঘুরা যাতে সংসদে তাঁদের দাবি নিয়ে বক্তব্য রাখতে পারে। বতর্মানে ১৮ জন সংখ্যালঘু সাংসদ থাকলেও একজনকেও পূর্ণমন্ত্রী করা হয়নি।

কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন করা নিয়ে তিনি বলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করছে। কিন্তু আমাদের সংখ্যালঘুর বিষয়টা মোদি সরকারকে দেখতে হবে। তাঁরা যদি আমাদের না বাঁচান তবে অচিরেই বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের অবস্থা অতি করুণ হবে।

ড. আম্বেদকরের জন্মদিনে ধর্মাংকুর সভাগৃহে ফ্যাসিবাদ বিরোধী কনভেনশন

কলকাতা ১৪ই এপ্রিল ডঃ বি. আর আম্বেদকরের জন্ম দিন উপলক্ষ্যে কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাংকুর বিহারের সভা গৃহে "সারা বাংলা সংখ্যালঘু ফেডারেশন ও বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজন করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী কনভেনশন। এই কনভেনশনে মূখ্য বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন দৈনিক কলম পত্রিকার সম্পাদক ও সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান। তিনি বলেন— ডঃ বি. আর. আম্বেদকর যে ভারত গড়তে চেয়েছিলেন সেই চেতনাকে আরও প্রসারিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এই বাংলা ছিল এককালে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির পীঠ স্থান। কিন্তু বাংলা ও ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় বিলীন হয়ে গেছিল। ডঃ আম্বেদকর লক্ষ লক্ষ দলিতদের নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটান। তপশিলী জাতি-উপজাতি ও দলিতদের মুক্তি ও মর্যাদার জন্য বাবাসাহেব আম্বেদকরের সকল সংগ্রাম অবিস্মরণীয়।

এ দিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশ সহ রাজ্যের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন দলিত নেতা সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস। তিনি বলেন, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কয়েকটি বিশেষ সংগঠন এই বাংলা থেকে শুরু করে দেশের বাইরেও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য হল প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ব্যবস্থা করে প্রবল অস্থিরতা সৃষ্টি করা। এসব লোকেরা বাংলাদেশেও সক্রিয়। ফলে ওখানে অত্যাচারিত মানুষরা এই বাংলায় ঠাঁই নেবে। আর এই রাজ্যেও সৃষ্টি হবে উত্তেজনা।

এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ধর্মাংকুর সভার সাধারণ সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গৌতম পাল, সাংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সম্পাদক মহাম্মুদ কামরুজ্জাসান, ডঃ রতনশ্রী ভিক্ষু, দলিত মহাজোটের নেতা শরৎচন্দ্র বারুরি, ডঃ কৃষ্ণা হালদার ও উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কোল-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের ৩২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

বিগত ১০ই এপ্রিল, ২০১৭ মধ্যকোলকাতাস্থ পন্ডিত ধর্মাধার সরণির "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের" প্রার্থনা কক্ষে নানাবিধ ধর্মীয় এবং মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হল কেন্দ্রের ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস তথা উক্ত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি-মহাস্থবিরের ৯৯ তম জন্মজয়ন্তী। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গণপ্রব্রজ্যা, সংঘদান, ধর্মসভা, স্মরণসভা তথা ধ্যানানুশীলনের কার্যক্রম ৯-১৩ই এপ্রিল পর্য্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়। ৯ই এপ্রিল অপরাহ্নের ১৬ জুন ব্যক্তি প্রবজ্যায় দীক্ষিত হন। ১০ই এপ্রিল সকালে আয়োজিত সংঘদানসহ স্মরণসভায় দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট বৌদ্ধভিক্ষু তথা নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবিরের পৌরহিত্যে এই সভায় কেন্দ্রের সৃষ্টি লগ্ন থেকে নানাবিধ সামাজিক, ধর্মীয় এবং মানকল্যামুখী কার্যক্রমের উল্লেখ করে বক্তাগণ এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রগতির আবশ্যিকতা ব্যক্ত করেন। সংস্থার অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির তাঁর গুরুদেব তথা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন প্রসঙ্গে বিদর্শনভাবনার প্রচার-প্রসার এবং কার্যকারিতা জনমানসে ছড়িয়ে দিতে প্রতিষ্ঠাতার নিরলস প্রচেষ্টাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন এবং উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে "বিদর্শন ভাবনাকে" এক সামাজিক আন্দোলনে সংগঠিত করার আহ্বান জানান। কেন্দ্রের সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া সংস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ভিক্ষু-গৃহীর সমন্বয়ের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৩ই এপ্রিল এক সারাদিন ব্যাপী সমবেত ধ্যানানুশীলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। ধ্যান শিবিরে ৪০ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন এবং শিবিরটি পরিচালনা করেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির।

বিদর্শন ভাবনা শিবির

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের "ধর্মগঙ্গায়" আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদি ধ্যান শিবিরের সময় সারণী নিম্নরূপ—

দশদিনের ধ্যান শিবির—
৩১মে—১১ই, জুন, ২০১৭
১৪ই—২৫শে জুন, ২০১৭
২৭শে জুন—৮ জুলাই, ২০১৭
২৬শে জুলাই—৬ই আগস্ট, ২০১৭
৯ই—২০শে আগস্ট, ২০১৭

সতিপঠ্ঠন ধ্যান শিবির—
২৫শে আগস্ট—২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

দুদিনের ধ্যান শিবির—
১১ই—১৩ই মে, ২০১৭

একদিনের ধ্যান শিবির—
১৪ই মে, ২০১৭
১১ই জুন, ২০১৭
২৫শে জুন, ২০১৭
৯ই জুলাই, ২০১৭
২৩শে জুলাই, ২০১৭
৬ই আগস্ট, ২০১৭
২০শে আগস্ট, ২০১৭

শিশুদের একদিনে ধ্যান শিবির—
২৫শে জুন, ২০১৭
২৩শে জুলাই, ২০১৭
২০শে আগস্ট, ২০১৭

যোগাযোগ : ফোন ০৩৩-২৫৫৩২৮৫৫, ২২৩০৩৬৮৬, ২৩৩১১৩১৭ ;
e-mail: info@ganga.dhamma.org

সংবাদ এক নজরে

 বিগত ১লা এপ্রিল ২০১৭, "পর্ব কলকাতা", "নালন্দা" ও "মিরর" পত্রিকার যৌথপ্রয়াসে মহাবোধি সোসাইটির সভাগৃহে আয়োজিত হয় একটি আলোচনাসভা। বিষয় ছিল "ধর্ম-ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং ভারতীয় গণমাধ্যম"। সভায় উদ্বোধক ছিলেন রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-অধ্যাপক বাসব চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন এমিরেটাস অধ্যাপিকা বেলা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ড. সুমনপাল ভিক্ষু।

 শিলিগুড়ির "দীনবন্ধু মঞ্চে" বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭ "বৌদ্ধ কল্যাণ পরিসেবা"-র উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা সংগঠিত হয়। আলোচনার বিষয়ছিল "বর্তমান সময়ে গৌতম বুদ্ধের বানী ও তার প্রাসঙ্গিকতা"। উক্ত সভায় সমগ্র উত্তরবঙ্গের "থেরবাদী" ও "মহাযান" উভয় সম্প্রদায়ের পূজানীয় ভিক্ষুসংঘ এবং গৃহীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। "বৌদ্ধ কল্যাণ পরিসেবা"-র অন্যতম কর্মকর্তা অ্যাডভোকেট তপন বড়ুয়া এবং শ্রী তপন মুৎসুর্দ্দী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপলক্ষে একটি স্মরণীকা প্রকাশিত হয়।

 জাপানের Rissho Koshio kai সংস্থার কলকাতা শাখার ব্যবস্থাপনায় বিগত ১৪ই এপ্রিল ২০১৭, দক্ষিণ কলকাতার "রোটারি সদন হল"-এ আয়োজিত হল অষ্টম পারিবারিক শিক্ষার-প্রশিক্ষণ শিবির। অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক ছিলেন আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব Mrs. Katsue Suzuki। উপস্থিত ছিলেন Rev. Kazuko Yabe (Director, Tokyo Research Institute for Family Education) প্রমুখ। আলোচনায় বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সুখী পরিবারের ভূমিকা এবং পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বিশ্বশান্তি গড়ে তুলতে প্রতিটি সুখী পরিবারের প্রয়োজনীয়তা এবং বুদ্ধ ভাবনায় সংসারের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনাটি উপস্থিত সুধীজনের প্রশাংসা লাভ করে। সংস্থার কলকাতা শাখার প্রধান শ্রীমতি মায়া বড়ুয়া শিবিরে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

 রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি অনুবাদ করছিলেন ইংরেজিতে। তার পরে বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এ বার বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের উদ্যোগে চাকমা উপজাতির চাকমা ভাষাতেই অনুদিত হয়েছে গীতাঞ্জলি। ২৫শে বৈশাখ "গীদাজুলি" নামে বইটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করলো বিশ্বভারতী। সূত্রের খবর, এই অনুবাদে ১৯১২ সালে লন্ডন থেকে 'ইন্ডিয়া সোসাইটি'র প্রকাশিত সং অফারিংগস'-এর পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। প্রচ্ছদ সহ ১৩০ পাতার এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন আগরতলার বাসিন্দা নিরঞ্জন চাকমা ও যোগমায়া চাকমা। ত্রিপুরার চাকমা ভাষার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিকেরা অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

উৎসর্গ

প্রয়াত অসীমা চৌধুরীর স্মৃতির স্মরণে—
ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করা হল—
শ্রীমতি অশোকা বিশ্বাস (কন্যা)
শ্রী প্রদীপ চৌধুরী (পুত্র)
শ্রী তরুণ চৌধুরী (পুত্র)
কলকাতা পুনে

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত